জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিন

৪র্থ বর্ষ | ৪র্থ সংখ্যা | ডিসেম্বর ২০১৭

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা
এ. কে. ফজলুল আহাদ
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত), পরিচালনা পর্ষদ
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

উপদেষ্টামণ্ডলী
পরিচালকবৃন্দ
মানিক চন্দ্র দে, খন্দকার সাবেরা ইসলাম
মো. মোফাজ্জল হোসেন, মসিহ্ মালিক চৌধুরী, এফসিএ
লুনা সামসুদ্দোহা, সেলিমা আহমাদ
মোহাম্মদ আবুল কাশেম
মোঃ আবদুল হক

প্রধান সম্পাদক
মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ
সিইও এন্ড এমডি

সম্পাদকমণ্ডলী
উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ
মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোহাম্মদ ফখরুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ আহসান উল্লাহ
জেনারেল ম্যানেজার
রিসার্চ এন্ড প্লানিং ডিভিশন

সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ
দেলওয়ারা বেগম, ডিজিএম
এ.কে.এম এনামুল হক, এজিএম
খলিলুর রহমান, এসপিও
রুবেল আহমেদ, এসপিও
কল্যাণ কুমার দিলীপ, পিও
রিসার্চ, প্লানিং এন্ড স্টাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট

সম্পাদকীয়

বিজয়ের ছেচল্লিশতম বার্ষিকীর শুভেচ্ছা।

সম্প্রতি সাতচল্লিশ বছরে পা রাখল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে খাদ্য, শিক্ষা, আবাস, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ব্যবসাসহ সকল ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার প্রয়াসে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে সরকার। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে লালন করে বেড়ে ওঠা জনতা ব্যাংক লিমিটেড সরকারের এ অগ্রযাত্রার অন্যতম অংশীদার। অর্থনৈতিকভাবে দৃঢ়, সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অভিপ্রায়ে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনতা ব্যাংক দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে এর সেবা পৌছে দেয়ার কঠিন কাজটি করে যাচ্ছে। কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সর্বস্তরের গ্রাহকের চাহিদা পূরণে জনতা ব্যাংক সদা সচেষ্ট। গ্রাহকসেবাকে ত্বরিত ও সময়োপযোগী করতে ইতোমধ্যে ব্যাংকের সকল শাখাকে রিয়েল টাইম অনলাইনের আওতায় আনা হয়েছে। CBS (Core Banking Solution)-এর সাথে ATM (Automated Teller Machine) ইন্টারফেস স্থাপনের কার্যক্রমও চালু হয়েছে। পাশাপশি Real Time Gross Settlement (RTGS) প্রযুক্তি চালুর প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে জনতা ব্যাংক প্রতিনিয়ত দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ধারায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। আগামী দিনগুলোতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

জনতা ব্যাংক সফল হোক।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

আইসিএবি'র ন্যাশনাল এওয়ার্ড অর্জন করলো জনতা ব্যাংক

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের কাছ থেকে National Award for Best Presented Annual Report-2016 গ্রহণ করছেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ

১৭তম দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশের (আইসিএবি) ন্যাশনাল এওয়ার্ড-২০১৬ (1st Position) অর্জন করেছে জনতা ব্যাংক লিমিটেড। গত ২৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের কাছ থেকে পদক গ্রহণ করেন জনতা ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। এ সময় আইসিএবি প্রেসিডেন্ট আদিব হোসেন খান, আইসিএবি'র রিভিউ কমিটি ফর পাবলিশড অ্যাকাউন্ট এন্ড রিপোর্টস (আরসিপিএআর)-এর চেয়ারম্যান পারভীন মাহমুদসহ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এ অর্জন উপলক্ষে ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি বলেন, কঠোর পরিশ্রম যে কোন অর্জনের মূলমন্ত্র। এ অর্জন আমাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও শ্রমের প্রতিফলন। দেশের সেরা ব্যাংক হবার অগ্রযাত্রায় এই পুরস্কার একটি মাইলফলক। আমরা আমাদের সম্মানিত গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী ও পরিচালনা পর্ষদের অব্যাহত সহযোগিতা এবং আস্থার জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

জনতা ব্যাংকের ৫০০তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের ৫০০তম বোর্ড সভা কেক কেটে উদ্বোধন করেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামান

জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামানের সভাপতিত্বে গত ৪ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৫০০তম বোর্ড সভা প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ব্যাংকের পরিচালক মানিক চন্দ্র দে, মসিহ্ মালিক চৌধুরী এফসিএ, এ. কে. ফজলুল আহাদ, সেলিমা আহমাদ, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, মোঃ আবদুল হক, সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ, মহাব্যবস্থাপক ও কোম্পানি সেক্রেটারি হোসেইন ইয়াহইয়া চৌধুরীসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নাগরিক সেবায় সেরা উদ্ভাবন-এর পুরস্কার পেলো জনতা ব্যাংক গ্রিন কমিউনিকেশন

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ২০১৬-১৭-এর পুরস্কার গ্রহণ করছেন জনতা ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ আয়োজিত নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ২০১৬-২০১৭-এর পুরস্কার অর্জন করেছে জনতা ব্যাংক লিমিটেড। গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে রাজধানীর তোপখানা রোডস্থ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) মিলনায়তনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ ইউনুসুর রহমানের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। এ সময় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এন এম জিয়াউল আলম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের মহাপরিচালক কবির বিন আনোয়ার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্ম সচিব ও চিফ ইনোভেশন অফিসার মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ এবং জনতা ব্যাংকের জিএম শেখ মোঃ জামিনুর রহমান ও কাজী গোলাম মোস্তফা, ডিজিএম দেলওয়ারা বেগমসহ জনতা ব্যাংক ইনোভেশন কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংকের টাস্কফোর্স সভা অনুষ্ঠিত

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদের সভাপতিত্বে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে টাস্কফোর্স সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ হেলাল উদ্দিন ও মোঃ ইসমাইল হোসেন, মহাব্যবস্থাপকগণ ও সংশ্লিষ্ট উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির বক্তব্যে মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ ব্যাংকের শ্রেণিকৃত ঋণ নিয়মিতকরণ ও নগদ আদায় বৃদ্ধিতে সবাইকে একযোগে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

জনতা ব্যাংককে লভ্যাংশের চেক তুলে দিলো জনতা ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামানের উপস্থিতিতে ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদের কাছে লভ্যাংশের চেক প্রদান করছেন জনতা ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী নীনা আহসান

সম্প্রতি জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সহযোগী প্রতিষ্ঠান জনতা ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (জেসিআইএল) মূল প্রতিষ্ঠানে লভ্যাংশ জমা দিয়েছে। সম্প্রতি জেসিআইএল-এর প্রধান নির্বাহী নীনা আহসান জনতা ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদের কাছে এ চেক তুলে দেন। এ সময় জনতা ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এবং জনতা ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান শেখ মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গ্রাহকসেবা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বিষয়ক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

জনতা ব্যাংকের গ্রাহকসেবা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বিষয়ক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ব্যাংকের গ্রাহকসেবা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বিষয়ক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ হেলাল উদ্দিন, ড. মোঃ ফরজ আলী, মোঃ ইসমাইল হোসেন ও মোহাম্মদ ফখরুল আলম, মহাব্যবস্থাপকগণ ও সংশ্লিষ্ট উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কলেবর বাড়ছে জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিনের

১২.১১.২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের ৩৪২তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৪ সাল থেকে ১২ পৃষ্ঠার সচিত্র রঙিন বুলেটিন, ব্যাংকের মুখপত্র হিসেবে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে প্রকাশিত হয়ে আসছে। বুলেটিনটিতে সংশ্লিষ্ট প্রান্তিকে ব্যাংকে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা, প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগ, ব্যাংকিং ক্ষেত্রের সম্মিলিত/ ব্যক্তিগত বিশেষ অবদান, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি, মৃত্যু-সংবাদ, ব্যাংক বিষয়ক বিভিন্ন আর্টিকেল ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মার্চ ২০১৮ সংখ্যা থেকে বুলেটিনের কলেবর ১৬ পৃষ্ঠায় উন্নীত করা হচ্ছে যেখানে বর্ণিত বিষয়গুলো ছাড়াও ব্যাংকের নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজের বা সন্তানদের বিশেষ কৃতিত্বের খবর, স্বাস্থ্য ও বিনোদনমূলক বিভিন্ন প্রতিবেদন, শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক সৃজনশীল রচনা যেমন-ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ, অনুগল্প এবং সংশ্লিষ্ট প্রান্তিকের বিশেষ দিবসের উপর সংক্ষিপ্ত লেখা প্রকাশিত হবে। আশা করা যাচ্ছে, এতে বুলেটিনের মান আরও বৃদ্ধি পাবে এবং অধিকতর পাঠকপ্রিয় হয়ে উঠবে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের প্রতিটি নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারীকে উপরোল্লিখিত যে কোন বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত মানসম্পন্ন লেখা bulletin@janatabank-bd.com ই-মেইলে অথবা আরপিএসডি, প্রধান কার্যালয়, ৪৮ মতিঝিল বা/এ (৭ম তলা), ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় সরাসরি পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

এক্সিকিউটিভ'স প্রোফাইল

মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ জনতা ব্যাংক লিমিটেড-এর নতুন সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর

মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ (বীর মুক্তিযোদ্ধা) গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেছেন। সিইও এন্ড এমডি হিসেবে যোগদানের পূর্বে তিনি একই ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং তারও আগে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন।

মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ ১৯৮৩ সালে সিনিয়র অফিসার হিসেবে জনতা ব্যাংকে যোগদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। তিনি জনতা ব্যাংক লিমিটেডের মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন শাখার প্রধানসহ প্রধান কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট ও ডিভিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দেশ-বিদেশে অনুষ্ঠিত ব্যাংকিং বিষয়ক বিভিন্ন ওয়ার্কসপ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, সিংগাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন।

মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ ১৯৫৮ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলাস্থ চর নবীপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আনছার আলী এবং মাতার নাম সূর্য্য বানু নেছা। মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এক কন্যা এবং এক পুত্র সন্তানের জনক।

মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষা পাশ করার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ-এর একজন সম্মানিত ডিপ্লোমেড এসোসিয়েট।

মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে ১৯৭১ সালে তিনি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন।

সারাদেশ

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের স্বীকৃতিতে জনতা ব্যাংকে আনন্দ শোভাযাত্রা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার দলিল ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার-এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতি' লাভের অসামান্য অর্জন উপলক্ষে জনতা ব্যাংক লিমিটেড আয়োজিত বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দিচ্ছেন ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। শোভাযাত্রায় ডিএমডি মোঃ হেলাল উদ্দিন, ড. মোঃ ফরজ আলী, মোঃ ইসমাইল হোসেন ও মোহাম্মদ ফখরুল আলম এবং মহাব্যবস্থাপকগণসহ অন্যান্য নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহে ব্যবসা উন্নয়ন ও ঋণ আদায় বিষয়ক পর্যালোচনা সভা

২০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ কর্তৃক সার্কিট হাউস, জামালপুরে আয়োজিত ব্যবসা উন্নয়ন ও ঋণ আদায় বিষয়ক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ ফরজ আলী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ইসমাইল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

কক্সবাজারে ISS ও Online CL বিষয়ক কর্মশালা

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ের এমআইএস ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম (আইএসএস) এবং অনলাইন ক্রেডিট এমআইএস (সিএল) বিষয়ক ১ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে কক্সবাজার এরিয়া অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। রিসার্চ এন্ড প্ল্যানিং ডিভিশনের জিএম মোঃ আহসান উল্লাহ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালা উদ্বোধন করেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এমআইএস ডিপার্টমেন্টের ডিজিএম মোঃ রমজান বাহার এবং এরিয়া অফিস, কক্সবাজারের ডিজিএম মোঃ শফিকুর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে জনতা ব্যাংকের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদের নেতৃত্বে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের নিহত সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে ফাতেহা পাঠ ও মোনাজাত করা হয়। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ ইসমাইল হোসেনসহ নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খুলনায় জনতা ব্যাংক ও ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

খুলনায় গ্রাহকদের প্রিপেইড পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ বিল আদায়ের লক্ষ্যে জনতা ব্যাংক লিমিটেড ও ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির মধ্যে গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ব্যাংকের খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মুরশেদুল কবীর এবং ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার শফিক উদ্দিন ও নির্বাহী পরিচালক রতন কুমার দেবনাথ উপস্থিত ছিলেন। ব্যাংকের খুলনা এরিয়া অফিসের ডিজিএম পরিতোষ কুমার বিশ্বাস এবং ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির সচিব মোঃ আব্দুল মোতালেব স্মারকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। প্রাথমিকভাবে এ সেবা খুলনা এরিয়ার হাজী মহসিন রোড শাখা, মিরেরডাঙ্গা শাখা এবং খালিশপুর শাখার মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

কুমিল্লায় বিজয় দিবস উদযাপন

মহান বিজয় দিবসে কুমিল্লা টাউন হল প্রাঙ্গণের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বঙ্গবন্ধু পরিষদ, জনতা ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট, কুমিল্লা শাখা পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় জনতা ব্যাংক কুমিল্লা বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম এ.কে.এম মোস্তফা কামাল, ডিজিএম এ.কে.এম ফজলুল হক, ডিজিএম মোঃ মঞ্জুরুল আলম, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি এজিএম মোঃ আবুল হাসানাত আজাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সরওয়ার আলম, সিবিএ সভাপতি মোঃ কামাল মিয়াসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ (বীর মুক্তিযোদ্ধা) ব্যাংকিং সেক্টরের অতি পরিচিত মুখ ও জনপ্রিয় একটি নাম। জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদের রয়েছে এক বর্ণাঢ্য ব্যাংকিং ক্যারিয়ার। তিনি একজন দক্ষ ও সফল ব্যাংকার। জনতা ব্যাংক লিমিটেডের শীর্ষ নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পরপরই তিনি ব্যাংকটিকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনতা ব্যাংককে একটি ব্রান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই

মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সার্বিক সেবাকেও জনতা ব্যাংকে প্রাধান্য দেয়, এ বিষয়ে আপনার অভিমত?

জনতা ব্যাংক একটি গণমুখী ব্যাংক। জন্মলগ্ন থেকেই ব্যাংকটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ লালন করে এর সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সে ধারায় শুধু মুনাফা অর্জনের মধ্যেই ব্যাংকটির কার্যাবলী সীমাবদ্ধ নয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য মুনাফা অর্জন হলেও জনতা ব্যাংকে লিমিটেড এক্ষেত্রে অনেকাংশে ব্যতিক্রম। দেশ ও দশের কল্যাণে অনেকগুলো অলাভজনক কাজের সাথে জনতা ব্যাংকে সম্পৃক্ত। আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করে থাকি, সরকারি চাকরিজীবীদের পেনশন প্রদান, বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, মুক্তিযোদ্ধাভাতা প্রদানের মত জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণ করি, বিভিন্ন রকম ইউটিলিটি বিল গ্রহণ করি, শিক্ষকদের বেতনাদি প্রদানের কাজ করি, বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম বিক্রি-জমা নেয়ার মত জনকল্যাণমূলক কাজও করে থাকি। এসব ক্ষেত্রে আমাদের কোন আর্থিক লাভ নেই বললেই চলে, শুধু জনস্বার্থে কাজগুলো করে থাকি।

অনেকের ধারণা প্রযুক্তিগত উন্নয়নে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো অনেকটা পিছিয়ে, এক্ষেত্রে জনতা ব্যাংকের অবস্থান কোন পর্যায়ে?

এই ধারণা সর্বাংশে সঠিক নয়। প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে দেশের অন্য যে কোন ব্যাংক থেকে আমরা পিছিয়ে নেই। বর্তমান সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' স্লোগানকে অর্থবহ করে তুলতে ইতোমধ্যে ব্যাংকটির সকল শাখা রিয়েল টাইম অনলাইনের আওতায় আনা হয়েছে। 'জনতা ব্যাংক পিন ক্যাশ' সিস্টেম সমস্ত শাখায় চালু করা হয়েছে, যেখানে গ্রাহক যে কোন শাখা থেকে হিসাববিহীন সুবিধাভোগীর নামে অর্থ পাঠাতে পারেন এবং প্রাপক জনতা ব্যাংকের যে কোন শাখা থেকে পিন কোড ও ভোটার আইডি কার্ডের মাধ্যমে প্রেরিত অর্থ তৎক্ষণাৎ উঠাতেও পারেন। তাছাড়া সিবিএস (কোর ব্যাংকিং সলিউশন)-এর সাথে এটিএম (অটোমেটেড টেলার মেশিন) ইন্টারফেস স্থাপনের কার্যক্রমও চালু করা হয়েছে। সম্প্রতি পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে আরটিজিএস (রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট) প্রযুক্তি চালুর প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

'উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার' জনতা ব্যাংক লিমিটেডের স্লোগান এটি। বাস্তবতার নিরিখে এটি কতখানি প্রযোজ্য?

এটি শতভাগ বাস্তবায়নের চেষ্টা আমরা নিরলসভাবে করে যাচ্ছি। জনতা ব্যাংক যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে মূলতঃ ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানটিকে আর্থিকভাবে সচ্ছল করার প্রয়াসে। অনেক অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা জনতা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহন করে আজ উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করছে। তাদের উন্নয়ন মানেই দেশের উন্নয়ন। সংগত কারণে আমাদের স্লোগানটি বাস্তবতার নিরিখে প্রমাণিত।

আমাদের দেশে দিন দিনই বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এতে ব্যাংক-ব্যবসায় প্রতিযোগিতা তীব্রতর হচ্ছে। এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে জনতা ব্যাংক কী ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে?

জনতা ব্যাংকে তার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ঐতিহ্যবাহী সেবা প্রদানের মাধ্যমে আজকে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান করছে। এই সেবার মান ও পরিধি আগামী দিনগুলোতেও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে আমাদের বর্তমান অবস্থান ধরে রাখার নিরলস চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কাজেই নতুন নতুন বাণিজ্যিক ব্যাংক বাজারে আসায় তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবসায়ে কিছুটা অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হলেও দ্রুতই আমরা তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হচ্ছি।

সরকারের ব্যাংক হিসেবে জাতীয় অর্থনীতিতে জনতা ব্যাংক কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে?

সরকারের ব্যাংক হিসেবে সরকারের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকের কার্যক্রম ঢেলে সাজাতে হয়। মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রেখে জিডিপি'তে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে মুদ্রানীতি ঘোষণা করে এবং তা বাস্তবায়নে যে সব অনুশাসন জারী করে তার আলোকেই ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। এসব নিয়ম-নীতি মেনে ঐতিহ্যগতভাবে জনতা ব্যাংক জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

ক) জনতা ব্যাংক কৃষি, শিল্প ও রপ্তানী খাতে সরাসরি অর্থায়ন করছে। যদিও দেশের মোট শ্রমশক্তির বেশিরভাগই কৃষিতে নিয়োজিত কিন্তু সে তুলনায় জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান কম। তাই কৃষিখাতকে আরো যুগোপযোগী করতে কৃষি ঋণনীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ খাতের আওতায় শস্যখাত, মৎস্যখাত, গবাদী পশুপালন, হাস মুরগী পালন ছাড়াও কৃষি বিপণন, কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, হিমাগার নির্মাণে প্রকল্প ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণ, চিংড়ি হ্যাচারিসহ এসব সেক্টরকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। আমদানী বিকল্প বিভিন্ন জাতের কৃষিপণ্য যেমন মসলা চাষ, ডাল জাতীয় ফসলের চাষ ও ভুট্টা চাষে ব্যাপক অগ্রাধিকার দিয়ে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, সরকারের শিল্পনীতির সাথে সংগতি রেখে শ্রমঘন শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে শিল্প ঋণনীতি গ্রহণ করা হয়েছে যাতে শিল্পায়নের পাশাপাশি ব্যাপক হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়ে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। একই সাথে এসএমই খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের জন্য যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সাথে আমরা একটি এমওইউ স্বাক্ষর করেছি যার আওতায় তাদেরকে তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক-ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকল্পে কম্পিউটার লোন, দুগ্ধবতী গাভী পালনসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন করা হচ্ছে।

খ) জনতা ব্যাংক ঋণনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে রপ্তানীখাতকে বরাবরই অগ্রাধিকার প্রদান করে আসছে। পাশাপাশি রিজার্ভের প্রধান নিয়ামক ফরেন রেমিট্যান্স আহরণে নিয়মিত অবদান রাখছে।

গ) সরকারের পক্ষে রাজস্ব আহরণ করছে।

ঘ) সরকার গৃহীত বহুমুখী 'সামাজিক নিরাপত্তা বলয়' এর আওতায় সকল সেবা সুবিধাভোগী জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেয়ার কাজটি নিয়মিতভাবে করে যাচ্ছে।

ঙ) সরকারকে বড় অংকের কর্পোরেট ট্যাক্স প্রদান করে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

পুরস্কারের ধারায় জনতা ব্যাংক লিমিটেড সর্বদাই অগ্রগামী। অতি সম্প্রতিও ব্যাংকটি দু'টো পুরস্কার পেয়েছে। এ সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

জনতা ব্যাংক লিমিটেড এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা জন্মলগ্ন থেকেই জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় এবং সেবামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন সময়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে আসছে। সংগত কারণে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে জনতা ব্যাংক লিমিটেড সবসময়ই অগ্রগামী। ব্যাংকটি এ পর্যন্ত দ্য ব্যাংক অব দ্য ইয়ার, এশিয়ান ব্যাংকিং এওয়ার্ড, বেস্ট কর্পোরেট এওয়ার্ড, ওয়ার্ল্ড'স বেস্ট ব্যাংক এওয়ার্ড ইত্যাদি বিভিন্ন নামী-দামী আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে। মোট কথা শুধু রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোই নয়, দেশের অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর তুলনায় জনতা ব্যাংকের পুরস্কার প্রাপ্তির অবস্থান বরাবরই শীর্ষে। এছাড়া সম্প্রতি বেস্ট প্রেজেন্টেড অ্যানুয়াল রিপোর্ট-২০১৬ এর জন্য জনতা ব্যাংক আইসিএবি'র ন্যাশনাল এওয়ার্ড-২০১৬ এবং জনতা ব্যাংকের রিসার্চ, প্ল্যানিং এন্ড স্টাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট উদ্ভাবিত 'জনতা ব্যাংক গ্রিন কমিউনিকেশন' (জেবিজিসি) অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাভূক্ত 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ২০১৬-২০১৭ পুরস্কার অর্জন করেছে। নিঃসন্দেহে এসবই জনতা ব্যাংকের ভালো পারফরম্যান্সের প্রাপ্তি।

সবাই বলে জনতা ব্যাংক, জনতার ব্যাংক। আপনার মন্তব্য?

একথা শতভাগ সত্যি। কেননা বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের বেশিরভাগ শাখা উল্লেখযোগ্য শহর কিংবা শহরতলীতে অবস্থিত। তারা কাজ করে নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণির মানুষদের নিয়ে। অপরদিকে আমরা একদিকে যেমন দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ীদের নিয়ে কাজ করি, তেমনি মুক্তিযোদ্ধা ও কৃষকের ১০ টাকার হিসাব পরিচালনাকেও প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আমরা প্রান্তিক কৃষকদের বিনা সুদে ঋণ প্রদান করি। অনেক ক্ষেত্রে কোনোরকম লাভের চিন্তা না করে দেশের জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করে থাকি। সব শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য আমাদের দরজা সব সময় খোলা থাকে। তাই নির্দ্বিধায় এটি বলা যায় 'জনতা ব্যাংক, জনতার ব্যাংক'।

জনতা ব্যাংক নিয়ে আপনার আগামী দিনের পরিকল্পনা?

জনতা ব্যাংকের সাথে আমার সম্পর্কটা আত্মার। আমি জনতা ব্যাংকেরই গড়া একজন ব্যাংকার। জনতা ব্যাংকের মতো বিশালায়তনের ব্যাংকে শীর্ষ নির্বাহী হিসেবে কাজ করা অবশ্যই গৌরবের। আর এই সুযোগটা আমি প্রতি মুহূর্তে কাজে লাগাতে চাই। এই ব্যাংক নিয়ে আমার আগামী দিনের পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রতিনিয়ত ব্যাংকে নতুন নতুন সেবা যোগ করা, শ্রেণীকৃত ঋণের হার এক অংকে নামিয়ে আনা, স্বল্প সুদে অধিক আমানত সংগ্রহ করা, পেপারলেস ব্যাংকিং তথা ই-অফিস প্রতিষ্ঠা করা, গ্রিন ব্যাংকিং বা পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করা, বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরি করতঃ দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করা, সর্বোপরি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনতা ব্যাংককে একটি ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে: দেলওয়ারা বেগম
সহযোগী সম্পাদক, জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিন

রেমিট্যান্স ব্যবস্থাপনা ও আমাদের অর্থনীতি

মোঃ ইসমাইল হোসেন
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

রেমিট্যান্স খাতকে টেকসই ও সম্ভাবনাময় বিবেচনার অব্যাহত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ অনেকটাই সফল হয়েছে বলা যায়। সাম্প্রতিক সময়কালের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেমিট্যান্সের পর্যায়ক্রমিক তথা উত্তরোত্তর সফলতা শুধু আমাদের নয়, বিশ্ববাসীকে চমকে দেবার মতো ঈর্ষণীয় পর্যায় অতিক্রম করছে। রেমিট্যান্সের এই অবদানের কারণে আমাদের রিজার্ভের ধারাবাহিক বৃদ্ধি এখন এক নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ২৮-১২-২০১৭ তারিখে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩৩২২৫.৮৫ মিলিয়ন ইউএস ডলারে। মাঝখানে কিছুদিন রেমিট্যান্স প্রবাহে কিছুটা ভাটা পড়লেও বর্তমান সময়ে আবারো ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে এই খাত। এক হিসেবে দেখা গেছে গত ৬ মাসে দেশে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ৬.৯০ বিলিয়ন ইউএস ডলার।

জিডিপিতে অবদান রাখার অন্য খাতগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, কৃষিখাত যার জিডিপিতে অবদান প্রায় ১৪%, সেখানে চাষাবাদের জন্য নিজস্ব জমি ও শ্রমের পাশাপাশি কৃষকদের অর্থের প্রয়োজন হয় সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য। শিল্পখাত যার জিডিপিতে অবদান প্রায় ৩২%, সে খাতের মধ্যে গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকালে দেখা যায় তাদের প্রয়োজন হয় বিশালাকারের স্থায়ী ও চলতি মূলধন এবং এর সংগে আনুসঙ্গিক অন্যান্য উপকরণ যেগুলো সব সময়ই শ্রমসাধ্য। অথচ জিডিপির সবচেয়ে বড় সেবাখাত যার অবদান প্রায় ৫২% এবং এ খাতের অন্যতম এই রেমিট্যান্স কার্যক্রমে সামান্য কিছু অর্থের সাথে শুধু প্রয়োজন হয় জনশক্তির।

এখন প্রশ্ন, আমাদের সোনার ছেলেদের অর্জিত এই রেমিট্যান্স কি সঠিক পথে নিয়মমাফিক দেশে আসছে, নাকি এর অনেকাংশই নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকারের বর্তিয়ে দেয়া পথে আসছে না। উত্তরটা অনেকেরই জানা-এগুলো বিকাশ, হুন্ডি ও সরকারি আইন বহির্ভূত বিভিন্ন উপায়ে দেশে আসছে, যার সাথে আমাদের অর্থনীতির প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে। এক হিসেবে দেখা গেছে, এই অবৈধ পথকে সঠিক পথে রূপান্তরিত করতে পারলে আমাদের রেমিট্যান্স আয় বর্তমানের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি হতে পারতো।

ইনফরমাল বা অবৈধ পথে হুন্ডির মতো অন্য কোনো মাধ্যমে প্রবাসীরা বাংলাদেশে অর্থ পাঠালে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আসে না, বরং বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশেই থেকে যায়, ওগুলো মধ্যস্বত্বভোগীরা সংগ্রহ করে এবং তার বিপরীতে প্রবাসীর বাংলাদেশের হিসেবে বা তাদের প্রতিনিধিদের হাতে বাংলাদেশী মুদ্রা পৌঁছে দেয়। সাধারণত বিনিময় হারটা একটু ভালো না পেলে প্রবাসীরাই বা কেন এজেন্ট বা দালালদের হাতে বৈদেশিক মুদ্রা তুলে দেবে? আমরা জানি অবৈধ পথে নিয়মিতভাবে রেমিট্যান্স আসলে দেশের ইনফরমাল ইকোনমি বড় হয়ে যায়, ফলে দেশের অর্থনীতির হিসাব-নিকাশের প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় না। এ কথা স্বীকার্য যে, সরকার স্বীকৃত চ্যানেলে রেমিট্যান্স আনার মূল দায়িত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এতে করে ভালো একটা আয়ের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে, অথচ ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স আসার হার দিন দিন অনেকাংশে কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশী প্রবাসীদের যে অংশ নন-ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ প্রেরণ করে তাদের অধিকাংশই জানিয়েছে, কেন যেন তাদের কাছে ব্যাংকিং চ্যানেল সহজলভ্য নয়। অন্য এক গবেষণায় দেখা গেছে, অধিকাংশ শ্রমিক বিদেশ যাওয়ার আগে ব্যাংক হিসাব খোলার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিই বোঝেন না। এখন প্রশ্ন, দোষটা তাহলে কার? ব্যাংকগুলোর ওপর কি মানুষ আস্থা হারাচ্ছে, নাকি মানুষের চাহিদার সঙ্গে ব্যাংকগুলোই তাল মেলাতে পারছে না? অন্যদিকে রেমিট্যান্সের উৎস দেশগুলোতে অর্থনৈতিক মন্দা এবং মোবাইল ব্যাংকিংসহ অন্যান্য মাধ্যমে হুন্ডি প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় রেমিট্যান্স কম আসছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে গত পাঁচ বছরে রেমিট্যান্স কম আসার অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সেবায় বিশ্বাসযোগ্যতা ও সহজলভ্যতা। কারণ অবৈধ অভিবাসীদের বিদেশের ব্যাংকগুলোতে একাউন্ট খোলার কোনো সুযোগ না থাকায় এপথ ব্যবহার করছে তারা।

রেমিট্যান্সকে সহজ, দ্রুত ও ব্যয়-সাশ্রয়ী করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করার বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা এখন সবাই পেতে চায়। সবাই সময় বাঁচাতে এবং দ্রুত সেবা পেতে চায়। যেমন মোবাইল থেকে মোবাইলে রেমিট্যান্স প্রেরণ ও গ্রহণের বৈধ সুবিধা। এ রকম আরো স্পিডি যে কোনো পদ্ধতির কথা ব্যাংকগুলো ভাবতে পারে। প্রযুক্তির আশীর্বাদে দেশে টাকা পাঠানোর অভিনব সব উপায় বর্তমানে চালু হয়েছে। অন্যান্য আরো অনেক ক্ষেত্রের মতোই মানি ট্রান্সফারের বিষয়টিও পরিচিত ডিজিটাল দুনিয়ায়। প্রচলিত রেমিট্যান্স পদ্ধতির সঙ্গে তুলনামূলকভাবে অনলাইন মানি ট্রান্সফারের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে খুব দ্রুত। অন্যদিকে রেমিট্যান্স প্রেরণের ক্ষেত্রে বিনিময় হারের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। ভালো বিনিময় হার পেলে প্রেরক-প্রাপক উভয়ে খুশি। যদিও হুন্ডিচক্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যবসা করা কঠিন। তবুও এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ভাবার সময় এসেছে। কেননা, ব্যাংক-বহির্ভূত চক্রগুলো অপেক্ষাকৃত বেশি বিনিময় হার দিয়ে এবং কোনো চার্জ ব্যতিরেকে গ্রাহকের দ্বারে দ্রুত টাকা পৌঁছে দেয়। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম না হলে শুধুমাত্র মিষ্টি কথা দিয়ে মানুষকে ব্যাংকমুখী করা যাবে না, প্রয়োজন সময়োপযোগী ব্যবস্থা নেয়া। এ সব চিন্তা বিবেচনায় এনে আজকাল সরকারও ভাবছে রেমিট্যান্স পাঠাতে এবং বৈধ চ্যানেলে ব্যাংকিং সেবা দিতে এখন থেকে আর কোনো চার্জ বা মাশুল গ্রহণ করা হবে না। ব্যাংকগুলোর খরচ সরকারের তহবিল থেকেই জোগান দেওয়া হবে।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য রেমিট্যান্স সেবার মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনে নিয়োজিত সব অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের শাখাগুলোর জন্য বেশকিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে যেগুলোর মধ্যে রয়েছে, সংশ্লিষ্ট প্রতিটি শাখায় রেমিট্যান্স হেল্প ডেস্ক চালু করতে হবে। প্রবাস আয়ের বেনিফিশিয়ারিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রেমিট্যান্স-সংক্রান্ত তথ্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। গ্রাহক হয়রানি রোধে প্রতিটি শাখায় প্রবাসী বা প্রবাস আয়ের বেনিফিশিয়ারিদের জন্য আলাদা খাতায় ক্রমানুসারে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং পাক্ষিক ভিত্তিতে অভিযোগগুলো (গৃহীত ব্যবস্থাসহ) সংশ্লিষ্ট

ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিভাগকে অবহিত করতে হবে। প্রবাসীদের জন্য ব্যাংকের নিজস্ব এবং সরকারের সব ধরনের বিনিয়োগ সেবার প্রচার নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া বৈধ পথে রেমিট্যান্স আনয়নের সুবিধাদি প্রচার করতে হবে। দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ উদ্যোগ অবশ্যই ইতিবাচক যা প্রশংসার দাবি রাখে। প্রবাসী আয় বাড়ানো তথা আমাদের অর্থনীতিকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য নতুন শ্রম বাজার সন্ধান এবং অর্থ পাচার ও হুন্ডি বন্ধ করা জরুরি। পাশাপাশি রেমিট্যান্স বাড়াতে, রেমিট্যান্সকে দ্রুত প্রাপকের হাতের মুঠোয় পৌঁছাতে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মতো প্রযুক্তিনির্ভর চ্যানেলের ব্যবহারের বিষয়টাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মোট কথা রেমিটারদের জন্য সরকারের সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মিলে রেমিট্যান্স প্রেরণ কিংবা আনয়নে সুযোগ-সুবিধার কলেবর বৃদ্ধি করতে হবে এবং সহজ শর্তে সেবা দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। এসব কাজে সরকারের এ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন রাজস্ব বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, দুর্নীতি দমন কমিশন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে সাথে নিয়ে সম্মিলিত উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। একই সাথে রেমিট্যান্সের আয়ের বিপরীতে বিনিয়োগে আগ্রহী প্রবাসীদের আরও বেশি পরিমাণে নতুন নতুন সরকারি সুযোগ-সুবিধার বিষয়টিও ভাবতে হবে। কেননা, এতে করে সহজেই তারা সরকারি মাধ্যমে উপযুক্ত নিয়ম মেনে রেমিট্যান্স পাঠাতে উদ্বুদ্ধ হবেন। অবশ্য এর মধ্যে প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে বিদেশগামী অভিবাসী কর্মীদের অভিবাসন ঋণ প্রদান করাসহ ফেরত আসা অভিবাসীদেরকে উৎপাদনমুখী প্রকল্পের জন্য রি-ইন্টিগ্রেশন ঋণ প্রদান করছে সরকার। অভিবাসীদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী করে তোলার জন্য শিক্ষা বৃত্তি প্রদানও করা হচ্ছে। এ ছাড়া ওয়েজ আর্নার কল্যাণ বোর্ড থেকে অভিবাসীদের বিভিন্ন রকম সহায়তা করা হচ্ছে। এ মুহূর্তে সরকারের আরেকটি উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রশংসনীয় আর তা হল- সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদেরকে প্রতিবছর পুরস্কার দিয়ে বিশেষভাবে সম্মানিত করা। এ ধারা চালু থাকলে প্রবাসীরা প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে নিয়মিতভাবে রেমিট্যান্স পাঠাতে আগ্রহী হবেন। বিপক্ষে হুন্ডি ও রেমিট্যান্স প্রেরণের অন্যান্য অবৈধ পন্থা অনেকাংশে রোধ করা সহজসাধ্য হবে। ফলে দেশে বৈধ পথে অবারিতভাবে রেমিট্যান্স আসার প্রবাহ বাড়তে থাকবে। উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হবে দেশের অর্থনীতি।

গ্রাহকসেবা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা

মোঃ ইখতিয়ার হোসেন চৌধুরী
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

গ্রাহক সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী বলেছেন-'A customer is the most important visitor on our premises. He is not dependent on us. We are dependent on him. He is not an interruption in our work. He is the purpose of it. He is not an outsider in our Business. He is part of it. We are not doing him a favour by serving him. He is doing us a favour by giving us an opportunity to do so.' গান্ধীজী'র এসব উক্তি প্রমাণ করে ব্যবসার স্বার্থে তিনি গ্রাহকদের কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। তিনি একথা স্পষ্টকরে বলতে চেয়েছেন, গ্রাহকসেবা যে কোনো ব্যবসার প্রথম এবং প্রধান শর্ত।

আমরা জানি, গ্রাহকবৃন্দের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনে প্রাতিষ্ঠানিক মানদণ্ডে ন্যায়সঙ্গতভাবে স্বচ্ছতার সাথে ব্যক্তিগত উৎকর্ষতায় প্রদত্ত মানসম্মত সেবাই গ্রাহকসেবা। গ্রাহক সেবার দু'টো দিক রয়েছে। একটি বিধিগত, অপরটি নীতিগত। বিধিগত দিক হচ্ছে কোন গ্রাহক ব্যাংকে যে পণ্য/সেবা নিতে আসেন সে পণ্য/সেবা সংক্রান্ত ব্যাংকিং কাজটি বিধিসম্মতভাবে এবং নির্ভুল ও বিশ্বস্ততার সাথে দ্রুততম সময়ে সম্পাদন করা। আর সেবার নীতিগত দিক হচ্ছে গ্রাহককে হাসি মুখে অভিবাদন জানানো, গ্রাহকের প্রত্যাশিত কার্য সম্পাদনে সহায়ক মানসিকতা প্রদর্শন, অভিযোগ/সমস্যা সমাধানে ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রাহকের নিকট আচরণে বিনয়ী, মার্জিত ও নির্ভরযোগ্য একই সাথে আকর্ষণীয়ভাবে নিজেকে উপস্থাপন।

ব্যাংক ও আর্থিক খাতের অভিভাবক এবং নিয়ন্ত্রক হিসেবে এ খাতে প্রত্যাশিত মাত্রায় আর্থিক শৃংখলা, স্থিতিশীলতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্মানিত গ্রাহকগণকে তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক, মানসম্পন্ন, সুষ্ঠু ও নিরাপদ সেবা প্রদানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রাহকস্বার্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি গ্রাহক হয়রানি বন্ধ করার প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গীকার এবং চেতনাকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ব্যাংকে ২০১১ সালে প্রথমে স্বল্প পরিসরে কাস্টমার ইন্টারেস্ট প্রোটেকশন সেন্টার (সিআইপিসি) এবং পরবর্তীকালে ২০১২ সালে গঠিত হয় ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট (এফআইসিএসডি) নামে নতুন একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ। বাংলাদেশ ব্যাংকের এফআইসিএসডি থেকে ২০১৪ সালে গাইড লাইনস ফর কাস্টমার সার্ভিসেস এন্ড কমপেইন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রণয়নপূর্বক গ্রাহক ও ব্যাংকারগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যাংকগুলোতে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক জনতা ব্যাংক লিমিটেডের গ্রাহকগণের স্বার্থ সংরক্ষণ, গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিতকরণ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সুষ্ঠু কর্মপদ্ধতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ (সংশোধনী-২০১৩)-এর অনুচ্ছেদ ৪৫(১) এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত 'গাইড লাইনস ফর কাস্টমার সার্ভিসেস এন্ড কমপ্লেইন্ট ম্যানেজমেন্ট' জুন ২০১৪ এর আলোকে ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রণীত জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ''গ্রাহকসেবা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা'' বিগত ০৫.০৫.১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদ-এর ৪২৩তম সভায় অনুমোদিত হয় এবং ৫৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত উক্ত নীতিমালা (নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নম্বর-৬৯৫, তাং ২৯.০৬.২০১৬) সার্কুলার আকারে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয় যা ইতোমধ্যে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হয়েছে। একই সাথে গ্রাহকসেবা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা সংক্রান্ত কোড অব কন্ডাক্ট, সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড, কাস্টমার চার্টার ও কাস্টমার এওয়ার্নেস প্রোগ্রামে ৪টি বুকলেট মুদ্রণ ও বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

গ্রাহকসেবা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার উপর জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ২০১৬ সালে ১১টি বিভাগীয় কার্যালয়ে ওয়ার্কশপ পরিচালনা করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালে প্রতিমাসে একটি করে ১২টি এরিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা প্রধানদের নিয়ে এবং ১২টি কর্পোরেট-১ শাখায় ওয়ার্কশপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ ছাড়াও জনতা ব্যাংকের স্টাফ কলেজসমূহে ফাউন্ডেশন কোর্স ও ম্যানেজার ইনডাকশন কোর্সে এ সংক্রান্ত ক্লাস সংযোজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সেপ্টেম্বর ২০০৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত মোট ২২১৯টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে ২২১৯টি অভিযোগই নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ১০০%। এ নীতিমালা প্রণয়নের পূর্বে জনতা ব্যাংকের ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ২০১৫ সালে মোট ২৮৪টি অভিযোগ গৃহীত ও নিষ্পত্তি করা হয়, ২০১৬ সালে মোট ১৬৪টি অভিযোগ গৃহীত ও নিষ্পত্তি হয় এবং ২০১৭ সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৩৪টি অভিযোগ গৃহীত ও নিষ্পত্তি হয়। এতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক গ্রাহকসেবা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকার ফলে অভিযোগ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।

এ প্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট করে বলা যায় যে, জনতা ব্যাংকে গ্রাহকসেবার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি সেবার একটি গ্রহণযোগ্য মান নিশ্চিত করা সম্ভব। আমাদের গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণে উক্ত নীতিমালার ভূমিকা এবং সাফল্য উল্লেখ করার মতো। মানবিক ব্যাংক হিসেবে জনতা ব্যাংকের অবস্থান এবং প্রত্যাশিত মাত্রায় আর্থিক শৃংখলা, স্থিতিশীলতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে 'জনতা ব্যাংক, জনতার ব্যাংক'-এ পরিণত করার ক্ষেত্রে এ নীতিমালার ভূমিকা অনেকটাই ন্যায়পালের পরিপূরক।

প্রশিক্ষণ/কর্মশালা

ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট কোর্স-২০১৭

জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা-এর বাৎসরিক অনুমোদিত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় প্রতি বছরের ন্যায় স্টাফ কলেজ, ঢাকাসহ রিজিওনাল স্টাফ কলেজসমূহের নির্বাহী ও অনুষদ সদস্যবৃন্দের প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলতি বছরের ১০ ডিসেম্বর হতে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত স্টাফ কলেজ, ঢাকায় Faculty Development Course শিরোনামে একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। কোর্সটি শুভ উদ্বোধন করে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। এ সময় জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা-এর প্রিন্সিপাল (জিএম) কাজী গোলাম মোস্তফাসহ অন্যান্য নির্বাহী ও অনুষদ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কমপ্লায়েন্স অব অডিট অবজেকশন-ইন্টারনাল এন্ড এক্সটারনাল বিষয়ক কর্মশালা

৪ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে ময়মনসিংহ রিজিওনাল স্টাফ কলেজ কর্তৃক 'কমপ্লায়েন্স অব অডিট অবজেকশন-ইন্টারনাল এন্ড এক্সটারনাল' বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান কার্যালয়ের মনিটরিং এন্ড কমপ্লায়েন্স ডিভিশনের মহাব্যবস্থাপক খন্দকার আতাউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ময়মনসিংহ রিজিওনাল স্টাফ কলেজের এজিএম মোঃ আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে কোর্সটির কো-অর্ডিনেটর ছিলেন তাসমিনা খন্দকার। কর্মশালায় বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহের আওতাধীন ৩০ জন কর্মকর্তা (ব্যবস্থাপক) অংশগ্রহণ করেন।

জনতা ব্যাংকে ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের আওতায় জনতা ব্যাংক লিমিটেডের রিসার্চ, প্লানিং এন্ড স্টাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট আয়োজিত ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ ইসমাইল হোসেন। গত ৭ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রধান কার্যালয়ের লাইব্রেরি কক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের রিসার্চ এন্ড প্লানিং ডিভিশনের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আহসান উল্লাহ, রিসার্চ, প্লানিং এন্ড স্টাটিসটিকস ডিপার্টমেন্টের উপমহাব্যবস্থাপক দেলওয়ারা বেগম। কর্মশালা পরিচালনা করেন সহকারী মহাব্যবস্থাপক এমএইচএম জাহাঙ্গীর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে আয়োজিত এ কোর্সে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সকল ডিপার্টমেন্ট, সকল বিভাগীয় কার্যালয়, সকল এরিয়া অফিস এবং স্টাফ কলেজসমূহের ২৫০ জন আইটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

এনভায়রনমেন্টাল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, সাসটেইনেবল এন্ড গ্রিন ফাইন্যান্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিট-এর উদ্যোগে বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুরের সার্বিক সহযোগিতায় 'এনভায়রনমেন্টাল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, সাসটেইনেবল এন্ড গ্রিন ফাইন্যান্স' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা ৪ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে রংপুরে অনুষ্ঠিত হয়। সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিটের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ জয়নাল আবেদীনের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুরের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মোখলেসুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়ের রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের মহাব্যবস্থাপক মোঃ সাইফুল আলম।

চট্টগ্রামে লিড ব্যাংক পদ্ধতিতে 'মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সম্প্রতি চট্টগ্রামের স্থানীয় একটি হোটেলে জনতা ব্যাংক লিমিটেড আয়োজিত লিড ব্যাংক পদ্ধতিতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা-২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোঃ হুমায়ুন কবির। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (ক্যামেলকো) মোঃ হেলাল উদ্দিন। কর্মশালায় বিএফআইইউ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ছাড়াও জনতা ব্যাংকের জিএম মোঃ তাজুল ইসলাম ও মোঃ শামসুল হক, ডিজিএম মোঃ মিজানুর রহমান এবং এজিএম ও ডেপুটি ক্যামেলকো মোছাঃ আলতাফুন্নেছা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে পরিচালিত ৫৭টি তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে ৫৪টি ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাহী ও কর্মকর্তাগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

নাম পরিবর্তনসহ শাখা স্থানান্তর

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭ : বিডিএমডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

শাখার পুরাতন নাম ও ঠিকানা	শাখার বর্তমান নাম ও ঠিকানা	স্থানান্তরের তারিখ
সাদীপুর শাখা সিলেট গ্রাম: ইব্রাহিমপুর, ইউনিয়ন: সাদীপুর থানা: ওসমানিনগর, জেলা: সিলেট ভবন মালিক: কাছা মিয়া	বেগমপুর বাজার শাখা, সিলেট আলতাফুর রহমান ভবন গ্রাম: বেগমপুর, ইউনিয়ন: সাদীপুর থানা: ওসমানিনগর, জেলা: সিলেট ভবন মালিক: আলাউর রহমান এন্ড গং	০৫.১১.২০১৭

শাখা স্থানান্তর

ক্রম	শাখার নাম	পুরাতন ঠিকানা	বর্তমান ঠিকানা	স্থানান্তরের তারিখ
১	হড়গ্রাম শাখা রাজশাহী	জনতা সুপার মার্কেট হোল্ডিং ১৮/১৭, মহিষবাথান, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, থানা: রাজপাড়া, জেলা: রাজশাহী ভবন মালিক: মোঃ কায়েম উদ্দিন, হাসিনা বেগম জালাল উদ্দিন এবং ইকবাল হোসেন	হোল্ডিং : ২৩৯, ওয়ার্ড : ৫ হড়গ্রাম রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন থানা: রাজপাড়া, জেলা: রাজশাহী ভবন মালিক: মোঃ ইয়াহিয়া সরকার	০২.১০.২০১৭
২	মাধনগর শাখা নাটোর	মাধনগর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন ২ নং মাধনগর ইউনিয়ন, পশ্চিম মাধনগর থানা: নলডাঙ্গা, জেলা: নাটোর	লিয়াকত আলী মৃধা ভবন ২ নং মাধনগর ইউনিয়ন, পশ্চিম মাধনগর থানা: নলডাঙ্গা, জেলা: নাটোর ভবন মালিক: মোঃ লিয়াকত আলী মৃধা	০৫.১১.২০১৭
৩	রেলরোড শাখা বাগেরহাট	সফি মার্কেট হোল্ডিং : ১, ওয়ার্ড : ৬, রেলরোড থানা ও জেলা: বাগেরহাট ভবন মালিক: নূরজাহান বেগম	ড্রীমল্যান্ড সুপার মার্কেট হোল্ডিং : ১, ওয়ার্ড : ৬, রেলরোড থানা ও জেলা: বাগেরহাট ভবন মালিক: মোঃ রফিকুল আলম	০৩.১২.২০১৭
৪	স্টেশন বাজার শাখা ঠাকুরগাঁও	ইমরান মার্কেট হোল্ডিং : ৩৩৪, ওয়ার্ড : ১২ ঠাকুরগাঁও পৌরসভা থানা ও জেলা: ঠাকুরগাঁও ভবন মালিক: মোঃ আমিনুল ইসলাম ও মোঃ ইমরান হোসেন	শহীদ ইয়াকুব হোসেন মার্কেট হোল্ডিং : ৮৭৭, ওয়ার্ড : ১২ ঠাকুরগাঁও পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও সদর জেলা: ঠাকুরগাঁও ভবন মালিক: মোঃ জালাল উদ্দিন ও মোঃ মুস্তাকিম হোসেন	২৪.১২.২০১৭

চলে গেলেন যারা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭ : ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ও পিএমআইএস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

নাম ও পদবী : সজল গাইন, অফিসার টেলর
যোগদান তারিখ : ১২.১০.২০১১
মৃত্যু তারিখ : ২২.১০.২০১৭
শেষ কর্মস্থল : নবাবপুর রোড কর্পোরেট শাখা, ঢাকা

নাম ও পদবী : মোঃ মহসিন মোড়ল, অফিসার টেলর
যোগদান তারিখ : ২৬.১১.১৯৮৬
মৃত্যু তারিখ : ২২.১০.২০১৭
শেষ কর্মস্থল : বাগেরহাট কর্পোরেট শাখা, বাগেরহাট

নাম ও পদবী : মোঃ আব্দুল গাফফার সরকার, এসও
যোগদান তারিখ : ১৬.০৬.১৯৮০
মৃত্যু তারিখ : ৩১.১০.২০১৭
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, গাইবান্ধা

নাম ও পদবী : এ ও এম রাজিয়ুর রহমান, এজিএম
যোগদান তারিখ : ২৫.০২.১৯৮৮
মৃত্যু তারিখ : ০৩.১১.২০১৭
শেষ কর্মস্থল : অডিট এন্ড ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট, প্র.কা.

নাম ও পদবী : মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিও
যোগদান তারিখ : ০৮.০৭.১৯৮৯
মৃত্যু তারিখ : ১০.১১.২০১৭
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, জামালপুর

নাম ও পদবী : মোঃ আবু তাহের, কেয়ারটেকার
যোগদান তারিখ : ১৮.০৬.১৯৭৯
মৃত্যু তারিখ : ১৩.১১.২০১৭
শেষ কর্মস্থল : হাসনাবাদ বাজার শাখা, নরসিংদী

নাম ও পদবী : মোঃ সাইদুর রহমান, এসপিও
যোগদান তারিখ : ১৬.০৩.১৯৯৩
মৃত্যু তারিখ : ২৩.১১.২০১৭
শেষ কর্মস্থল : উর্দু রোড শাখা, ঢাকা

নাম ও পদবী : বিচিত্র দাস, কেয়ারটেকার
যোগদান তারিখ : ০১.১২.১৯৮৬
মৃত্যু তারিখ : ২৩.১১.২০১৭
শেষ কর্মস্থল : মতিঝিল কর্পোরেট শাখা, ঢাকা

নাম ও পদবী : মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, এসএস-২
যোগদান তারিখ : ২০.০৪.২০১১
মৃত্যু তারিখ : ২৯.১১.২০১৭
শেষ কর্মস্থল : মতিঝিল কর্পোরেট শাখা, ঢাকা

নাম ও পদবী : মোঃ আব্বাস আলী শেখ, কেয়ারটেকার
যোগদান তারিখ : ৩০.০৪.১৯৭৯
মৃত্যু তারিখ : ০২.১২.২০১৭
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, যশোর

নাম ও পদবী : মোঃ আবু বক্কর, এসও
যোগদান তারিখ : ০৮.০১.১৯৮৪
মৃত্যু তারিখ : ০৭.১২.২০১৭
শেষ কর্মস্থল : নাচোল শাখা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ

নাম ও পদবী : মোঃ আব্দুস সামাদ, এসও
যোগদান তারিখ : ০৪.০১.১৯৮৯
মৃত্যু তারিখ : ২২.১২.২০১৭
শেষ কর্মস্থল : বকশীগঞ্জ বাজার, জামালপুর

শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন

ফরিদপুর

১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে জনতা ব্যাংকের ফরিদপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন শাখা ব্যবস্থাপকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে আয়োজিত সম্মেলনে এ অঞ্চলের জনতা ব্যাংকের ৫৫টি শাখার ৫৫ জন শাখা ব্যবস্থাপক অংশ নেন। ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন। জেনারেল ম্যানেজার মোঃ শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলনে ডিএমডি মোঃ ইসমাইল হোসেন, জেনারেল ম্যানেজার মোঃ নুরুল আলম এফসিএ, ডিজিএম মোঃ নাজির হোসেন, মোঃ ইয়াসিন আলি, পুলীন বিহারী বড়াল ও এজিএম নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে জনতা ব্যাংকের ব্যবসা উন্নয়নের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

চট্টগ্রাম

জনতা ব্যাংকের চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন ৯ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ নগরীর সেন্টমার্টিন হোটেলের কাকলী হলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। জনতা ব্যাংক চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের জেনারেল ম্যানেজার মোঃ তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ হেলাল উদ্দিন ও ড. মোঃ ফরজ আলী। অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের জিএম মোঃ নুরুল আলম, এফসিএ। এছাড়া ডিজিএমদের মধ্যে মোঃ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী, মোঃ ফারুক আহমদ, শফিকুর রহমান, মোঃ আবদুর রশিদ, মোঃ কামরুল আহসান, মোঃ সিরাজুল করিম মজুমদার, মোঃ সরওয়ার কামাল ও মোঃ জাকারিয়া নিজ নিজ এরিয়া ও কার্যালয়ের তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেন। প্রধান অতিথি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ সম্মেলেনে উপস্থিত শাখা ব্যবস্থাপকদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করে বলেন, ব্যাংকিং ব্যবসায় লাভের লক্ষমাত্রা অর্জনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং জনগণের কল্যাণে কাজ করাই আমাদের লক্ষ্য।

রাজশাহী

জনতা ব্যাংক রাজশাহী বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে রাজশাহী সীমান্ত সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ডিএমডি ড. মোঃ ফরজ আলী ও মোঃ ইসমাইল হোসেন। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন এরিয়া প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকগণ। সম্মেলনে সিইও এন্ড এমডি ব্যাংকের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড নিয়ে এরিয়া প্রধান ও শাখা ব্যবস্থাপকদের সাথে আলোচনা করেন এবং ব্যাংকের মুনাফা বৃদ্ধি, শ্রেণিকৃত ঋণ আদায় ও হ্রাস সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

খুলনা

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের খুলনা বিভাগের শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে খুলনার সিটি ইন হোটেলের সম্মেলন কক্ষে শাখা ব্যবস্থাপকদের এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে ডিএমডি মোঃ হেলাল উদ্দিন ও ড. মোঃ ফরজ আলী বক্তব্য প্রদান করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ উপস্থিত ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সেবার মনোভাব নিয়ে গ্রাহকদের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করতে হবে। সেই সাথে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মুরশেদুল কবিরের সভাপতিত্বে ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মোঃ নুরুল আলম, এফসিএ এবং খুলনা বিভাগীয় অঞ্চলের আওতাধীন এরিয়া প্রধান, নির্বাহী-কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকগণ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

পদোন্নতি

মোহাম্মদ ফখরুল আলমের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি

মোহাম্মদ ফখরুল আলম পদোন্নতি পেয়ে সম্প্রতি জনতা ব্যাংক লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) হিসেবে যোগদান করেছেন। এর আগে তিনি একই ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মোহাম্মদ ফখরুল আলম ১৯৮৮ সালে সিনিয়র অফিসার হিসেবে জনতা ব্যাংকে যোগদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। তিনি জনতা ব্যাংক লিমিটেডের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ও বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

মোহাম্মদ ফখরুল আলম ১৯৬৩ সালে দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলার মির্জাপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাহবুব-উল-আলম এবং মাতার নাম ফরিদা খানম। তিনি বিরল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং দিনাজপুর সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষা পাশ করেন। পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে অনার্সসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি বেসরকারি একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ এবং আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

চাকুরীর বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি দেশ-বিদেশে অনুষ্ঠিত ট্রেনিং, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আমেরিকা, সৌদি আরব, ইউএই, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভারত ও ইটালীসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন।

মহাব্যবস্থাপক হিসেবে ২ জনের পদোন্নতি

নাছিমা আখতার

শাহ্ মোঃ আসাদ উল্লাহ

মহান বিজয় দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে জনতা ব্যাংকের শ্রদ্ধা নিবেদন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদের নেতৃত্বে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এ সময় ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ হেলাল উদ্দিন, ড. মোঃ ফরজ আলী ও মোঃ ইসমাইল হোসেনসহ মহাব্যবস্থাপকগণ, নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং অফিসার কল্যাণ সমিতি ও সিবিএ'র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জনতা ব্যাংক সিবিএ'র আলোচনা সভা

মহান বিজয় দিবস-২০১৭ উপলক্ষে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, সিবিএ আয়োজিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম হানিফ, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমান, এমপি, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ, জাতীয় শ্রমিক লীগের কার্যকরী সভাপতি ফজলুল হক মন্টু বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। জনতা ব্যাংক সিবিএ সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জনতা ব্যাংক সিবিএ'র উপদেষ্টা আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনিছুর রহমান প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

প্রযুক্তির সাথে সখ্যতা
বাড়ায় উদ্ভাবনী দক্ষতা

JBGC
ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ
যোগাযোগের আধুনিক মাধ্যম

জনতা ব্যাংক গ্রিন কমিউনিকেশন

ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা ও নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়ের সাথে আন্তঃঅফিস এবং অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে কাগুজে পদ্ধতি বিলুপ্ত করে সকল প্রকার যোগাযোগ অনলাইনে করার লক্ষ্যে রিসার্চ, প্ল্যানিং এন্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে জনতা ব্যাংক গ্রিন কমিউনিকেশন প্রবর্তন করা হয়েছে। জনতা ব্যাংক গ্রিন কমিউনিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন শাখা, এরিয়া অফিস, বিভাগীয় কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে পত্র, নোট ইত্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে আদান-প্রদান সম্ভব হবে। এর ফলে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য কাগুজে পদ্ধতি বিলুপ্ত, সম্পদের অপচয় রোধ, ব্যয় সংকোচন, জনবল সাশ্রয়, সময় সংক্ষেপণ, দীর্ঘসূত্রিতার অবসান, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সহজ হবে। নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নং ৬০০/১৫, তারিখ ৬.৫.২০১৫ মোতাবেক ব্যাংকের সকল পর্যায়ের নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দকে জনতা ব্যাংক গ্রিন কমিউনিকেশনে রেজিস্ট্রেশন করে তথ্য আদান-প্রদান করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ হতে Janata Bank Green Communication (JBGC) নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ২০১৬-২০১৭ পুরস্কার অর্জন করেছে।

জনতা ব্যাংকের ইতিবৃত্ত

জনতা ব্যাংকের সংস্কার কর্মসূচি এবং কোম্পানি হিসেবে শুভ সূচনা

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ফলশ্রুতিতে পরিবর্তিত দায়বদ্ধতা ও আর্থ সামাজিক অগ্রাধিকারের কারণে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মান উন্নয়নের সাথে সাথে পদ্ধতিগত বিধি-ব্যবস্থাও প্রাধান্য পায়। গ্রাহকসেবার মান উন্নয়নে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুষ্ঠু বাণিজ্যিক নিয়ম-নীতিমালা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় স্থাপন করা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। যে কারণে বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সময়োপযোগী করে তোলা হয়। জনতা ব্যাংক নব্বই দশকের শুরুতে বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক এবং কিছু সংখ্যক বাই-ল্যাটেরাল ডোনারদের সহযোগিতায় আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচি (Financial Sector Reform Project-FSRP)-এর কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর প্রথম ধাপ ১৯৯২ সাল থেকে শুরু হয়ে ১৯৯৬ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। জনতা ব্যাংকের ক্ষেত্রে আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচি (Financial Sector Reform Project-FSRP)-এর উদ্দেশ্য ছিল সুদ হারের উদারীকরণ, Uniform Accounting Standard, Performance Planning System-এর মাধ্যমে সম্পাদিত কাজের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি পর্যালোচনা, শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং সিস্টেম, মূলধন কাঠামো, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, ঋণ আদায়ে আইনি প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান। জনতা ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগের অধীনে আর্থিক খাত সংস্কার প্রকল্প (FSRP)-এর সংস্কারমূলক প্রক্রিয়াসমূহ বাস্তবায়ন করে। এ কাজে সার্বক্ষণিক সহায়তা করেন জনতা ব্যাংকের আর্থিক খাত সংস্কার প্রকল্প (FSRP)-এর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উপদেষ্টাবৃন্দ। ৬টি গ্রুপের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হয়। গ্রুপগুলো হলো: Credit Group, Management Information System (MIS) Group, New Loan Ledger Card (NLLC) Group, Computer Group, Performance Planning System (PPS) Group, Performance Progress Report (PPR) Group।

জনতা ব্যাংকের আর্থিক খাত সংস্কার প্রকল্প (Financial Sector Reform Project-FSRP) বাস্তবায়নের মূল নির্দেশকসমূহ:

ক্রম	জনতা ব্যাংকের আর্থিক খাত সংস্কার প্রকল্প (FSRP) এর বিষয়সমূহ	ফলাফল (২০০০ সাল পর্যন্ত)
১.	FSRP তে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত জনবল	২১
২.	FSRP কার্যক্রমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল	১০১৯৫
২.ক	FSRP প্রশিক্ষণে মোট শিক্ষাদিবস	২৫১৭২
	প্রশিক্ষণার্থী প্রতি গড় শিক্ষাদিবস	২.৪৭
২.খ	এলআরএ কোর্সে মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল	১৪৭০
	পারফরমেন্স প্ল্যানিং সিস্টেম-এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল	৪০২৩
	New Loan Ledger Card (NLLC)-এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল	৪৭০২
	এমআইএস-এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল	৪০২৩
৩.	ঋণ মঞ্জুরীর জন্য এলআরএ করা হয়েছে (১.০০ কোটি টাকা)	সকল
৪.	পিপিএস ব্যবহারকারী (শাখা/জোন/এরিয়া/প্রধান কার্যালয়)	সকল

(ক্রমশ)

আরপিএসডি

রিসার্চ, প্ল্যানিং এন্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ৪৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০, ফোন: ৮৮-০২-৪৭১২০১৭৯ ফ্যাক্স: ৮৮ ০২ ৯৫৫৮৬১৪, ইমেইল: rps@janatabank-bd.com, ওয়েবসাইট: www.janatabank-bd.com, jb.com.bd কর্তৃক প্রকাশিত এবং জে. এম. প্রিন্টার্স -১৯১ ফকিরাপুল, কে ওয়াই প্লাজা (৪র্থ ফ্লোর), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত